প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যা জানা অপরিহার্য

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

প্রকাশনায়

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“ধর্মীয় জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয”।

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৩)

بَعْضُ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ مَعْرِفَةِ دِيْنِهِ فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যা জানা অপরিহার্য

সংকলনে:

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

সূচিপত্র

অভিমত	৭
লেখকের কথা	৮
ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত	১০
দলীলসহ ইসলামের পাঁচটি রুকন	১৪
প্রমাণসহ ঈমানের ছয়টি রুকন	২৫
মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের রুহের অবস্থান	৩৪
ইসলাম বিধ্বংসী দশটি বিষয়	৩৭
“লা ইলাহা ইলালাহ্”র অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ	৪৬
“মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্” এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ	৫৪
ওযুর বিশুদ্ধ পদ্ধতি	৬২
ওযুর ফরয ও রুকনসমূহ	৬৬
ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ	৬৮

যখন গোসল করা ফরয	৭১
নামায আদায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতি	৭৪
কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	৮২
কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জাতীয়তাবাদ	৮৭
প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও অধিকার	১০৫

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মোস্তাফিজুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিত, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলে দিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

মূলতঃ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যানার বানানোর উদ্দেশ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখার জন্য আমি আমার উপরস্থের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হই। যা যে কোনো মুসলিমের জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য। পরবর্তীতে কিছু শুভানুধ্যায়ী ভাইদের আবেদন ক্রমে তা পুস্তিকা রূপে প্রচারের চিন্তা-ভাবনা করি। আশা করি যে কোনো মুসলিম এ থেকে কম-বেশি উপকৃত হতে পারবে। আর তাই হবে আমাদের একান্ত কামনা।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল (ﷺ) সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল্বানী (রা.) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেনো লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোনো

কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন। এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোনো জনের যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কৃপনতা করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফাইযী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনা। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা বানিয়ে দিন। উপরন্তু তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক।

ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন:
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন"। (সূরা মুজাদালাহ্ - ৫৮, আয়াত: ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তুমি ওদেরকে বলে দাও। যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তারা উভয় কি একই সমান"? (সূরা যুমার - ৩৯, আয়াত: ৯)

২. ধর্মীয় জ্ঞানার্জন আল্লাহ্ভীতি অর্জনের এক বিশেষ মাধ্যম:
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰؤُا

"আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মাঝে যারা সত্যিকারার্থে জ্ঞানী তারাই মূলতঃ তাঁকে ভয় করে"। (সূরা ফাত্বির - ৩৫, আয়াত: ২৮)

৩. ধর্মীয় জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয:
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

"অতএব তুমি জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং তুমি ও তোমার মু'মিন পুরুষ ও মহিলা উম্মতের সমূহ গুনাহ্'র জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো"। (সূরা মুহাম্মাদ - ৪৭, আয়াত: ১৯)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ধর্মীয় জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয"।[১]

৪. ধর্মীয় জ্ঞান মূলত: কল্যাণই কল্যাণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যখনই যার কল্যাণ করতে চান তখনই তিনি তাকে তা একমাত্র দিয়ে থাকেন:

মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ্ তা'আলা কারোর কল্যাণ চাইলে তিনি তাকে ধর্মীয় প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন"।[২]

৫. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের জন্য কোনো পথ পাড়ি দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন:

আবুদারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي

১. (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৩)
২. (মুসলিম, হাদীস ১০৩৭; ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৯)

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"কেউ ধর্মীয় জ্ঞান শেখার জন্য কোনো পথ অতিক্রম করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশতাগণ জ্ঞান পিপাসুদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা নিজেদের ডানাগুলো জমিনে বিছিয়ে দেন। উপরন্তু জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আকাশ ও জমিনের সকল কিছু এমনকি পানির মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। একজন আলিমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর উপর তেমন যেমন চন্দ্রের মর্যাদা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর। আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ কখনো কোনো দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা মিরাস হিসেবে রেখে যান না। বরং তাঁরা একমাত্র রেখে যান ওহীর জ্ঞান। যে তা গ্রহণ করবে সেই তো হবে বড়ো ভাগ্যবান"।[৩]

৬. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যমঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا

"দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তাতে যা রয়েছে। তবে আল্লাহ্'র যিকির ও তাঁর আনুগত্য, আলিম এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণকারী"।[৪]

৭. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ সমতুল্যঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

৩. (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২২)
৪. (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪১৮৭)

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ الا لِخَيْرٍ يتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ

"যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান শেখা বা শেখানোর জন্য আমার মসজিদে আসলো সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পথের একান্ত মুজাহিদ সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসলো সে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকা লোকের মতো"।[৫]

৫. (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২২৬)

দলীলসহ ইসলামের পাঁচটি রুকন

মানব সমাজের সমূহ কল্যাণ একমাত্র সত্য ধর্ম পালনের উপরই নির্ভরশীল। আর এর প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এতো বেশি যতটুকু না তাদের প্রয়োজন খাদ্য, পানি ও বায়ুর প্রতি। কারণ, মানুষের কর্মকাণ্ড তো সাধারণত দু' ধরনের। তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা অকল্যাণ। আর সর্বদা নিরেট কল্যাণ সংগ্রহ করা ও সমূহ অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষাই তো যে কোনো সত্য ধর্ম দিয়ে থাকে। আমাদের ধর্মের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান। ইসলাম বলতে ধর্মের কিছু প্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়। যা আমাদের ধর্মের জন্য পাঁচটি। আর ঈমান ও ইহ্সান বলতে ধর্মের কিছু অপ্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বোঝানো হয়। যা আমাদের ধর্মের জন্য পর্যায়ক্রমে ছয়টি ও দু'টি। সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম ধার্মিকের সংখ্যা বেশি। তারপর মু'মিন এবং তারপর মু'হসিন। আর বিশেষত্বের দিক দিয়ে সব চাইতে ব্যাপক হচ্ছে মু'হসিন। তারপর মু'মিন এবং তারপর মুসলিম। কারণ, যে মু'হসিন সে অবশ্যই মু'মিন ও মুসলিম। আর যে মু'মিন সে অবশ্যই মুসলিম। এর বিপরীতে যে কোনো মুসলিম সে মু'মিন কিংবা মু'হসিন নাও হতে পারে। তেমনিভাবে যে কোনো মু'মিন সে মু'হসিন নাও হতে পারে। ইসলাম মানে আল্লাহ্'র তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা এবং শিরক ও মুশ্রিক, কুফর ও কাফির থেকে অবমুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَٰقِبَةُ الْأُمُورِ

"কেউ যদি সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্তভাবে

আত্মসমর্পণ করে তা হলে সে যেন দৃঢ়ভাবে এক মজবুত হাতল হস্তে ধারণ করলো। কারণ, সকল কর্মকান্ডের পরিমাণ তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই এখতিয়ারে"। (সূরা লুক্বমান - ৩১, আয়াত: ২২)

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

আবদুল্লাহ্ বিন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর"।

সেগুলো হলো:

ক. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্'র রাসূল।

খ. নামায কায়িম করা।

গ. যাকাত আদায় করা।

ঘ. হজ্জ করা।

ঙ. রামাযানের রোযা রাখা।[৬]

৬. (বুখারী, হাদীস ৮ মুসলিম, হাদীস ১৬)